১৩৪

আজকের কাগজ

তারিখ 01 JAN 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজের ম্যান্ডেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অবাধ ও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সুশীল সমাজ গঠনের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় নিয়ে যে নীল প্যানেলের প্রার্থিরা জয়লাভ করেছেন তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ঐ ঐতিহাসিক রায় স্বৈরতন্ত্র, দলতন্ত্র, স্বজনপ্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ এবং ক্ষমতাসীনদের লেজুড় বৃত্তির বিরুদ্ধে জাতির বিবেকরূপে প্রাকৃতিক রাজ্যে নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রূপে বিবেচিত হবে। বিএনপি রাজত্বের সবচেয়ে অন্ধকার বছর ছিলো পঁচানব্বই, একের পর এক সরকার সৃষ্ট সমস্যায় বাংলাদেশের মানুষের জীবনে যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, চারিদিকে যখন অন্ধকার তখন পঁচানব্বই সাল শেষ হওয়ার আগে একটি মাত্র সংবাদ, একটি মাত্র আশার আলো দেশবাসীর জন্যে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক সমাজের দ্ব্যর্থহীন রায়। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৯৫ সালের শেষ পর্যন্ত বিশটি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষকদের নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়েছে। একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতক দালাল এবং তাদের দোসর রাজাকার ও স্বৈরাচারের পদলেহী এক শ্রেণীর শিক্ষক গত বিশ বছর যাবত সর্বপ্রকার কূটকৌশল অবলম্বন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের বিতাড়িত করে বাংলাদেশী তথা পাকিস্তানি তথা একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতক দালালদের পদানত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কিন্তু তারা যে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রমাণ পঁচানব্বই সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের নির্বাচনী রায়।

ক্ষমতাসীন সরকারের লেজুড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি ঐ নির্বাচনের ফলাফলকে নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার জন্যে, প্রমাণ স্বরূপ একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশন বা লিয়েনে বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় উচ্চপদে নিয়োজিত প্রায় দশ জন প্রাক্তন শিক্ষক রয়েছেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ফয়েজ এবং সদস্যা ডঃ জরিনা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ইয়াজউদ্দিন এবং সদস্য ডঃ মনিরুল হক ও ডঃ আনওয়ারউল্লাহ চৌধুরী, প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডঃ তৌহিদুল আনোয়ার, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শমসের আলী, ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশনের মহাপরিচালক ডঃ মাহমুদুল হাসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মনসুর মুসা প্রমুখ। ঐ সব ভাগ্যবানরা বিএনপি সরকারের বদৌলতে বর্তমানে উল্লেখিত পদে অধিষ্ঠিত, তারা কেউ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে ঐ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের অধিকাংশকে যেরূপ তৎপর দেখা গেলো, তাদের মধ্যে শিক্ষক সমিতির খেলাপী সদস্যরা যে ভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ ও সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে ভোট দিয়ে গেলেন সে দৃশ্য দেখার মতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে ঐ সব সরকারি আমলার অতি উৎসাহ এবং আগ্রহ বাস্তবিকই ছিলো কৌতুকপ্রদ কিন্তু সকলি গরল ভেল।

হ্যাঁ, ঐতিহ্যগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষকরা অগ্রিম চিন্তা চেতনার অধিকারী, ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের জন্যেই পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী এবং তার দালালেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যার মধ্যদিয়ে তাদের বাঙালি গণহত্যাযজ্ঞ শুরু ও শেষ করেছিলো। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাস থেকে একাত্তরের দালাল ও রাজাকার শিক্ষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশী তথা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী শিক্ষকরা ১৯৯৫ সালের শেষ পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুক্তিযোদ্ধা, বাঙালি জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের উৎখাত করতে, এই অভিযান খন্দকার মোশতাক, জিয়াউর রহমান, এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার আমলে ক্রমাগত জোরদার করা হয়েছে কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকেরা আপস করেনি শত প্রলোভন এবং প্রচণ্ড চাপের মুখেও। তাই ১৯৭৫–৯৫ বিশ বছরেও বিএনপি–জামাত–জাতীয় পার্টির আঁতাত সফল হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে চট্টগ্রাম বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রূপান্তরিত করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষক সমাজের ঐতিহাসিক বিজয়ের কারণ তারা একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতক–দালাল ও তাদের দোসরদের সঙ্গে গত বিশ বছরে কখনো আপস করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের এই জয়ের তাৎপর্য থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি: আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ যা ভাবেন বাংলাদেশ কাল তা ভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় পর্যায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফলাফলের সূচকরূপে বিবেচিত না হয়ে পারে না।